গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর
বিটিএমসিভবন (১০ম তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
www.dot.gov.bd

নং-২৪.০২.০০০০.০০১.১৬.০০১.১৩(অংশ-১)- ১৬৩ ২০ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

কর্মসম্পাদন সূচক [১৪.১] বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরী ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)

ভূমিকাঃ সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনের উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধন করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহন ও উদ্যোগ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে উনোভেশন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

উদ্দেশ্যঃ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার উদেশ্যে হলো সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন কাযক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী গঠিত ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মূল্যায়নের কাজে এ নির্দেশিকা ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, নির্দেশিকাটিতে কেবল মূল বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্ভাবন-চর্চায় অভিজ্ঞার ধারাবাহিকতা এবং গভীরতা অর্জনের পরিক্রমায় সময়ে সময়ে এ নির্দেশিকাটির পরিমার্জন প্রয়োজন হবে।
বর্তমান সরকারে নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮তে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা, সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট, মুজিববর্ষ, করোনা ভাইরাস মোকাবেলা এবং সরকারের অন্যান্য নীতিমালা ও কৌশলপত্র ইত্যাদির আলোকে প্রণীত।

বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেরিত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ

"ছক"

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের ছবি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	বস্ত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ/ তথ্যভান্ডার	বস্ত্র অধিদপ্তরের ৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৫টি জেলা কার্যালয়, ৭টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৭টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের জনবলের তথ্যভান্ডার। উদ্দ্যেশ্যঃ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য নিদিষ্ট জায়গায় থাকবে যা চাহিদা মাফিক ব্যবহার করা যাবে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরী করা হবে যাতে সকলের প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভূক্ত থাকবে। ইলেকট্রনিক ডিভাইজের মাধ্যমে চাহিদা মাফিক তথ্য জানা যাবে।	বস্ত্র অধিদপ্তরের বর্তমান জনবল ১১৩৯। এই জনবলের সঠিক তথ্য দূততম সময়ে পাওয়ার জন্য একটি ইলেকট্রনিক তথ্যভান্ডার প্রয়োজন।		জনাব দিলীপ কুমার সাহা মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২	ল্যাবের প্রত্যেকটি মেশিনের কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রদর্শন করণ।	ছাত্র-ছাত্রীসহ মেশিন সংশ্লিষ্ট সকলকে চালনা ও পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কর্মমূখী, কারিগরি ও বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করণ যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ এবং পরিপূর্ণ ধারণা থাকে যা তাদের কর্মজীবনের সহায়ক ভূমিকা রাখবে। প্রক্রিয়াঃ Raw Materilas - মেশিনের পাশে প্রদর্শন। Input- মেশিনের ইনপুট স্থানে চিহ্নিত করণ যেখানে কাচাঁমাল ফিডিং দিতে হবে।	তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সম্মিলনের মাধমে ছাত্রছাত্রীদেরকে পরিবর্তশীল ও বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মক্ষেত্রের সাথে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।		জনাব জাহিদ মাহমুদ, প্রভাষক (কারিগরি), পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পাবনা।

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>উদ্ভাবনের নাম</th><th>উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ</th><th>উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা</th><th>উদ্ভাবনের ছবি</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>M/C Operation- মেশিনের পরিচালনা অন/অফ রক্ষণা বেক্ষণের চিত্রকল্প প্রদর্শন।
Processing- কাচামাল থেকে পণ্য তৈরির প্রতিটি ধাপের চিত্রভিত্তিক বিবরণ।
Output- মেশিনের আউটপুট স্থান চিহ্নিতকরণ যেখান থেকে তৈরিকৃত পণ্য বের হবে।
Final Product- তৈরিকৃত পণ্য প্রদর্শন।

<u>বাজেটঃ</u>
<table>
<tr><th>উপকরণের নাম</th><th>সংখ্যা</th><th>একক মূল্য</th><th>মূল্য</th></tr>
<tr><td>সাদা বোর্ডকে প্রিটিং</td><td>১০০</td><td>১২০০</td><td>১২০০০০</td></tr>
<tr><td>কালার হার্ড পেপার</td><td>২৫০</td><td>৩০</td><td>৭৫০০</td></tr>
<tr><td>কালার পেন</td><td>৩০</td><td>২০</td><td>৬০০</td></tr>
<tr><td>সর্বোমোট</td><td></td><td></td><td>১২৮১০০</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>বিভিন্ন প্রাকৃতিক টেক্সটাইল ফাইবার এর উৎস এবং চাষ ও উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা</td><td>বিভিন্ন প্রাকৃতিক টেক্সটাইল ফাইবার এর উৎস এবং চাষ ও উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের সরেজমিনে ধারণা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের বৃক্ষ রোপন করা যেতে পারে। টেক্সটাইল ফাইবার এর উৎস হিসেবে তুলা গাছ (কটন ফাইবার), তুঁত গাছ (সিল্ক ফাইবার), পাট গাছ (জুট ফাইবার)। আর ভেজিটেবল ডাই এর উৎস হিসেবে জাম, চেরি, এ্যাভোক্যাডো গাব, অর্জুন, নীল গাছ ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। এ বাগানের নাম করণ করা যেতে পারে টেক্সটাইল গার্ডেন।</td><td>বিভিন্ন প্রাকৃতিক টেক্সটাইল ফাইবার এর উৎস এবং চাষ ও উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীদের সরেজমিনে প্রদর্শন ও শিক্ষাদান।</td><td></td><td>জনাব মোঃ আতিকুর রহমান প্রধান, অধ্যক্ষ (অঃদাঃ) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, নাটোর।</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>গুরুত্বপূর্ণ ল্যাবে /দামী মেশিন ও যন্ত্রপাতি রাখার কক্ষে সিসি ক্যামেরা লাগানোর উপকারিতা</td><td>বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪২টি টিভিআই, ৭টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও ৭টি বি এস সি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে বিভিন্ন ল্যাবে বিভিন্ন প্রকারের দামী মেশিন ও যন্ত্রপাতি আছে। ইতোমেধ্যে খুলনা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও নাটোর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এ দুটি অনাকাংখিত ঘটনা ঘটে গেছে। মেশিনও যন্ত্রপাতি চুরি/খোয়া/নষ্ট করার পিছনে ছাত্র/ছাত্রী, প্রতিষ্ঠানের স্টাফ, শিক্ষক বা বহিরাগত যে কেউ থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ল্যাবের বাহিরে সিসি ক্যামেরা লাগালে বা থাকলেও ১০০% এই অনাকাংখিত ঘটনা রোধ করা সম্ভব না।</td><td>প্রতিটি ল্যাবে/দামী মেশিন ও যন্ত্রপাতি রাখার কক্ষের ভিতরে সিসি ক্যামেরা লাগানো হলে মেশিন যন্ত্রপাতি নষ্ট/চুরি/খোয়া যাওয়া থেকে রক্ষা করা অনেকাংশে সম্ভব হবে। একই সাথে যে কেউ এই জাতীয় ঘটনা ঘটলে তা বের করা সহজ হবে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে দুজন ব্যক্তিকে সিসি ক্যামেরা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যাতে যদি কোন সিসি ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে তারা তা সাথে সাথে ঠিক করতে পারে। আবার প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ কমপক্ষে আরও ২/৩ জনের মোবাইল ফোনে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ ২৪ ঘন্টা দেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।</td><td></td><td>জনাব এম.এম আয়ুব রানা ওসমানী, উপপরিচালক (কারিগরি) বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, খুলনা।</td></tr>
</table>

পাইলটিং বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত ধারণা সমূহঃ

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>উদ্ভাবনের নাম</th><th>উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ</th><th>উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা</th><th>উদ্ভাবনের ছবি</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td><td>০৬</td></tr>
<tr><td>০১</td><td>বস্ত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ/ তথ্যভান্ডার</td><td>বস্ত্র অধিদপ্তরের ৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৫টি জেলা কার্যালয়, ৭টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৭টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের জনবলের তথ্যভান্ডার।

<u>উদ্দেশ্যঃ</u> সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবে যা চাহিদা মাফিক ব্যবহার করা যাবে।

<u>বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ</u> ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরী করা হবে যাতে সকলের প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভূক্ত থাকবে। ইলেকট্রনিক ডিভাইজের মাধ্যমে চাহিদা মাফিক তথ্য জানা যাবে।</td><td>বস্ত্র অধিদপ্তরের বর্তমান জনবল ১১৩৯। এই জনবলের সঠিক তথ্য দূততম সময়ে পাওয়ার জন্য একটি ইলেকট্রনিক তথ্যভান্ডার প্রয়োজন।</td><td></td><td>জনাব দিলীপ কুমার সাহা মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>ল্যাবের প্রত্যেকটি মেশিনের কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রদর্শন করণ।</td><td>ছাত্র-ছাত্রীসহ মেশিন সংশ্লিষ্ট সকলকে চালনা ও পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কর্মমূখী, কারিগরি ও বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করণ যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ এবং পরিপূর্ণ ধারণা থাকে যা তাদের কর্মজীবনের সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

<u>প্রক্রিয়াঃ</u>
Raw Materilas - মেশিনের পাশে প্রদর্শন।
Input- মেশিনের ইনপুট স্থানে চিহ্নিত করণ যেখানে কাচাঁমাল ফিডিং দিতে হবে।
M/C Operation- মেশিনের পরিচালনা অন/অফ রক্ষণা বেক্ষণের চিত্রকল্প প্রদর্শন।
Processing- কাচাঁমাল থেকে পণ্য তৈরির প্রতিটি ধাপের চিত্রভিত্তিক বিবরণ।
Output- মেশিনের আউটপুট স্থান চিহ্নিতকরণ যেখান থেকে তৈরিকৃত পণ্য বের হবে।
Final Product- তৈরিকৃত পণ্য প্রদর্শন।

<u>বাজেটঃ</u>
<table>
<tr><th>উপকরণের নাম</th><th>সংখ্যা</th><th>একক মূল্য</th><th>মূল্য</th></tr>
<tr><td>সাদা বোর্ডকে প্রিন্টিং</td><td>১০০</td><td>১২০০</td><td>১২০০০০</td></tr>
<tr><td>কালার হার্ড পেপার</td><td>২৫০</td><td>৩০</td><td>৭৫০০</td></tr>
<tr><td>কালার পেন</td><td>৩০</td><td>২০</td><td>৬০০</td></tr>
<tr><td>সর্বোমোট</td><td></td><td></td><td>১২৮১০০</td></tr>
</table></td><td>তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সম্মিলনের মাধমে ছাত্রছাত্রীদেরকে পরিবর্তশীল ও বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মক্ষেত্রের সাথে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।</td><td></td><td>জনাব জাহিদ মাহমুদ, প্রভাষক (কারিগরি), পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পাবনা।</td></tr>
</table>

বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগঃ

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের ছবি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	বস্ত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ/ তথ্যভান্ডার	বস্ত্র অধিদপ্তরের ৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৫টি জেলা কার্যালয়, ৭টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৭টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের জনবলের তথ্যভান্ডার। উদ্দেশ্যঃ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবে যা চাহিদা মাফিক ব্যবহার করা যাবে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াঃ ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরী করা হবে যাতে সকলের প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভূক্ত থাকবে। ইলেকট্রনিক ডিভাইজের মাধ্যমে চাহিদা মাফিক তথ্য জানা যাবে।	বস্ত্র অধিদপ্তরের বর্তমান জনবল ১১৩৯। এই জনবলের সঠিক তথ্য দ্রুততম সময়ে পাওয়ার জন্য একটি ইলেকট্রনিক তথ্যভান্ডার প্রয়োজন।		জনাব দিলীপ কুমার সাহা মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।

উপসংহারঃ উপর্যুক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বস্ত্র অধিদপ্তরের সমগ্র জনবলের একটি পরিপূর্ণ তথ্যভান্ডার/ডাটাবেস তৈরী করণ সম্ভব হবে। যার মাধ্যমে যে কোন প্রয়োজনে তা তাৎক্ষনিক ভাবে ব্যবহার সম্ভবপর হবে। যা বস্ত্র অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

২০/৫/২০২২
সেলিম আহমদ
(যুগ্মসচিব)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বস্ত্র অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০/০৫/২২
মোঃ জাহিদুল হাসান
সহকারী পরিচালক (কারিগরি)
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ সাইফুর রহমান
উপপরিচালক (প্রশাসন) (অঃ দাঃ)
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০/৫/২০২২
কামরুল আলম
সহকারী পরিচালক (কারিগরি)
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার